আর্থিক সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ

ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড

আর্থিক পরিকল্পনা কি?

সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যয় করা

সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম হিসাব করা

বিশেষ ব্যয় যেমন হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা - এর জন্য সঞ্চয় রাখা

আর্থিক পরিকল্পনা কেন করবেন?

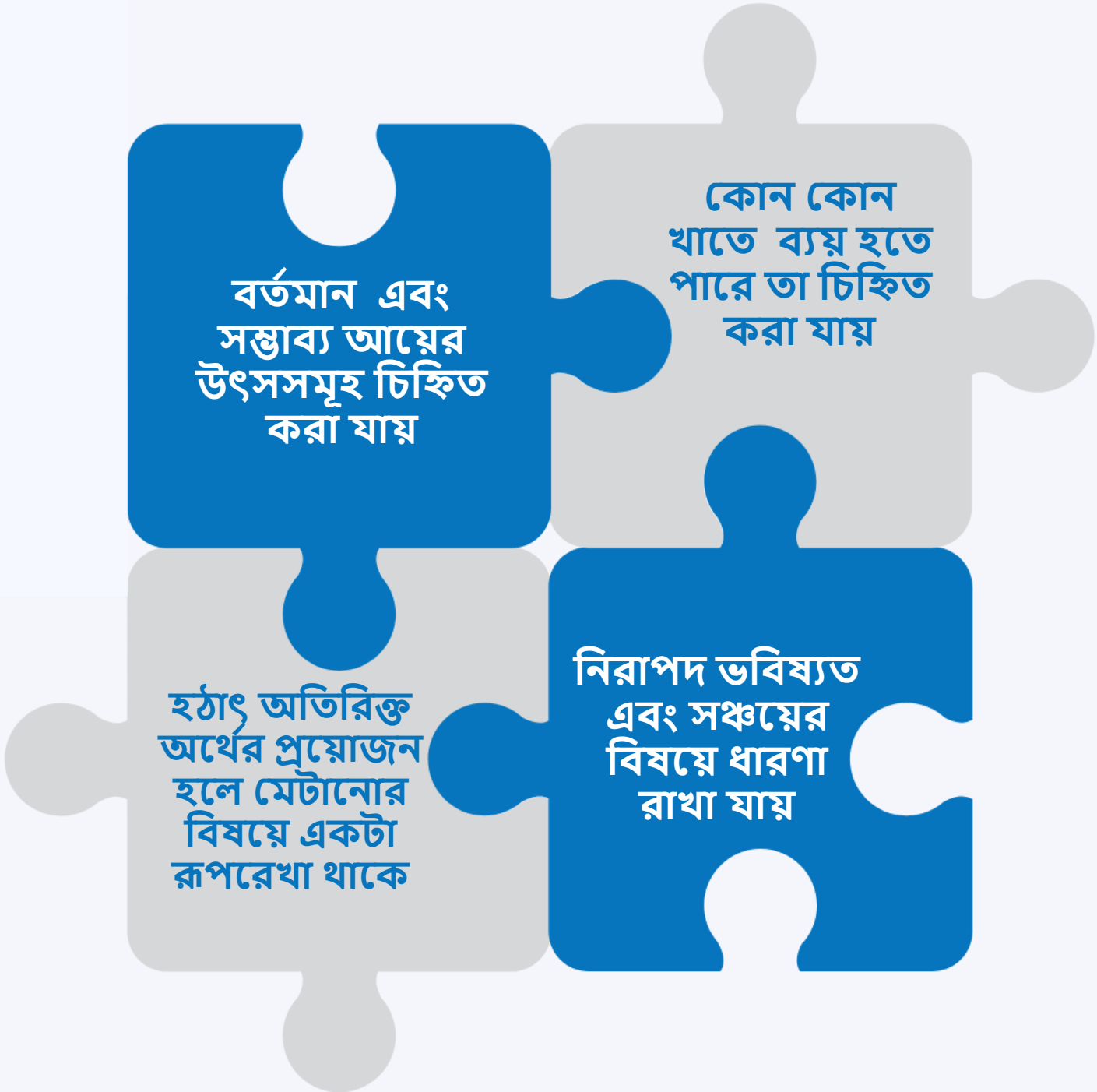

সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা

আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা

নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করা

মাস শেষে সঞ্চয়ের হিসাব করা

অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করা।

প্রতিটি প্রয়োজনের বিপরীতে কত সঞ্চয় করতে হবে তা হিসাব করা

আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় হিসাবের জন্য আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করা

সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা

আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে আর্থিক মেয়াদে ভাগ করুন

বাজেট কি?

আয় ও ব্যয়ের সঠিক পরিকল্পনাই হলো বাজেট।

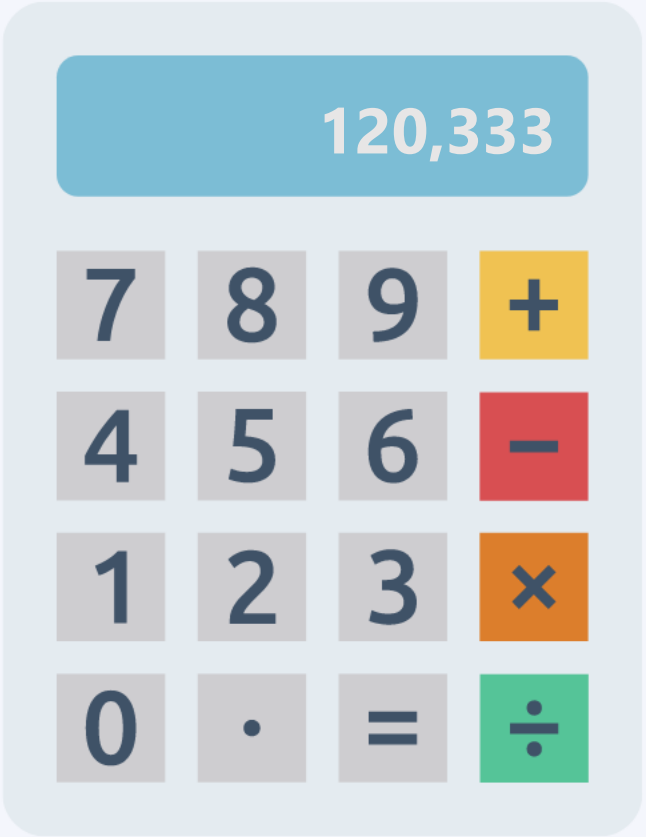

ব্যক্তিগত বাজেট

- নিজের আয় নির্ধারণ করুন
- মাসিক খরচের তালিকা তৈরি করা
- আবশ্যিক ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ধারণ করা
- আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য বের করা
- পরিবর্তনশীল ব্যয়সমূহ সমন্বয় করা
- সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে ভবিষ্যতে কি করবেন সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া
- আর্থিক ডায়েরি পরিচালনা করা
- এই প্রক্রিয়ার সাথে অভ্যস্ত হওয়া

আর্থিক ডায়েরি কী?

প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব যে ডায়েরিতে লিখা হয়, সেটাকেই আমরা আর্থিক ডায়েরি বুঝি। এছাড়া, কম্পিউটার বা মোবাইলের মাধ্যমেও ভার্চুয়াল আর্থিক ডায়েরি মেইনটেইন করতে পারেন।

আর্থিক ডায়েরি রাখার প্রয়োজনীয়তা

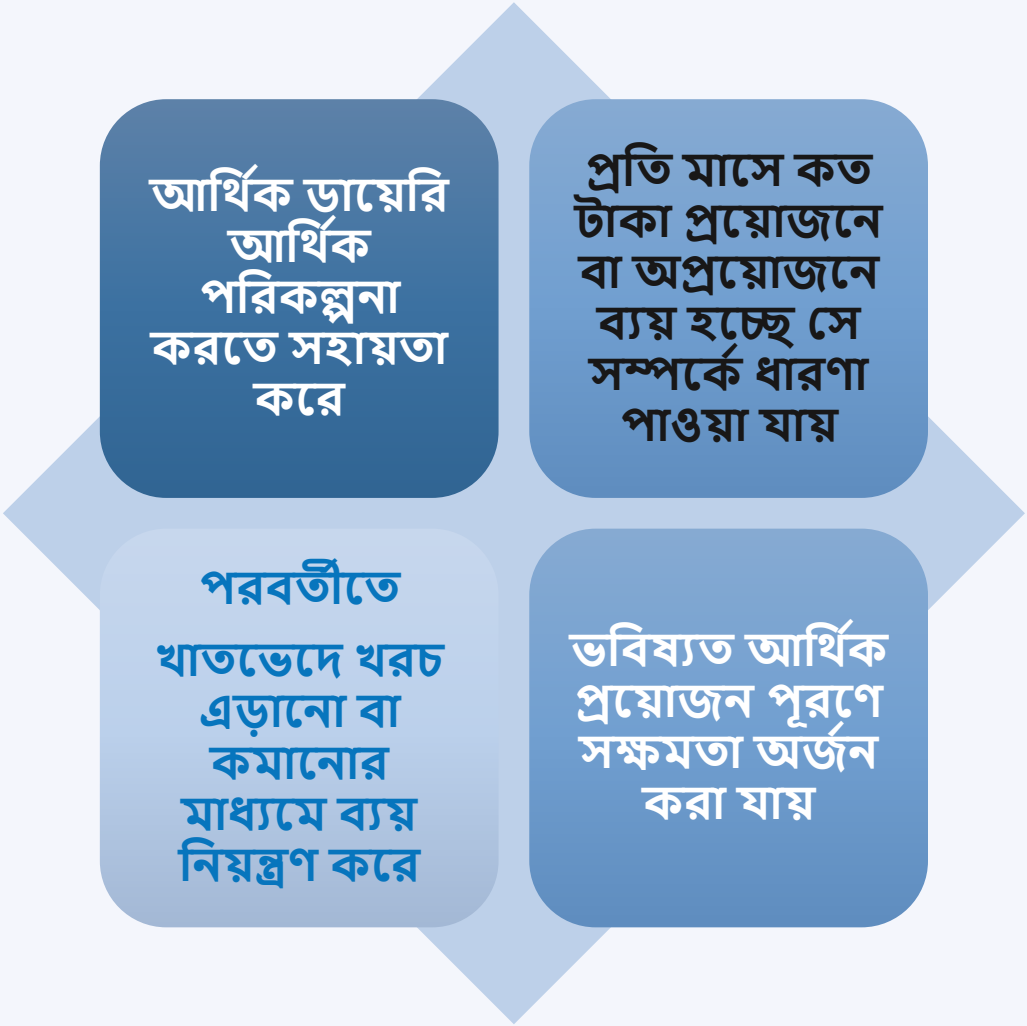

সঞ্চয়

সাধারণত আয় হতে সব ধরণের খরচ/ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থকেই সঞ্চয় বলা যায়

সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা

- দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সঞ্চয় প্রয়োজন
- আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে তখন অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চয় প্রয়োজন
- প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য কিনতে সঞ্চয় প্রয়োজন
- সন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিদেশ গমনে সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে
- রোগ-শোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত আকস্মিক দুর্ঘটনায় সঞ্চয় প্রয়োজন
- সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের (বিয়ে-শাদী) ব্যয় নির্বাহে সঞ্চয় প্রয়োজন

সঞ্চয় কিভাবে করা যায়?

প্রতিদিনের খরচ বা প্রয়োজনীয় ব্যয় করার পর মাস শেষে টাকা জমিয়ে রেখে আমরা সঞ্চয় করতে পারি। সেজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় ব্যয় এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে।

সঞ্চয়ের টাকা রাখার নিরাপদ স্থান কোথায়?

টাকা সঞ্চয়ের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

সঞ্চয় এর উপায়

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সঞ্চয়ের মেয়াদ বেশি হলে কি লাভ বেশি হয়?

সঞ্চয়ের মেয়াদ যত বেশি হবে সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

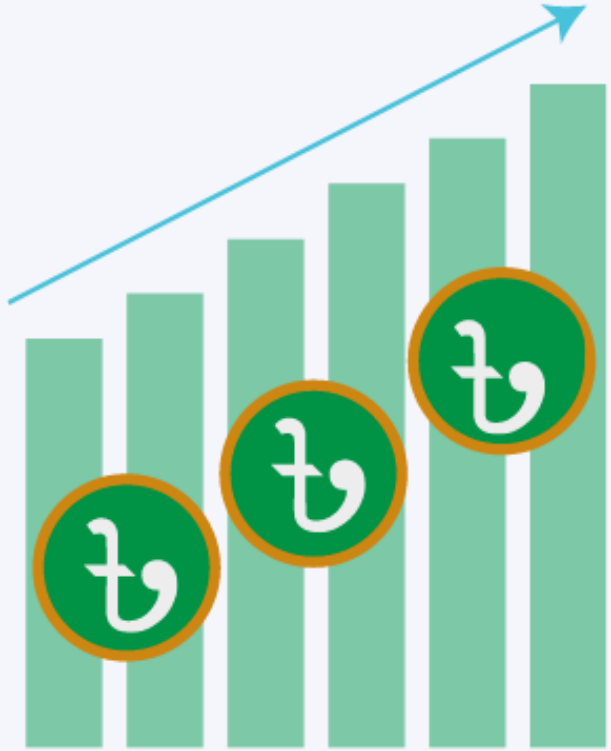

ব্যাংক হিসাব/একাউন্ট

ব্যাংক হিসাব/ একাউন্ট খুলতে হলে ফর্ম ,ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা করে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে একাউন্ট খুলতে পারবে।

কে ব্যাংক হিসাব/একাউন্ট খুলতে পারবে

- মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক
- শিক্ষার্থীরা
- রেজিস্ট্রার্ড এনজিও এর সহায়তায় কর্মজীবী শিশুরা

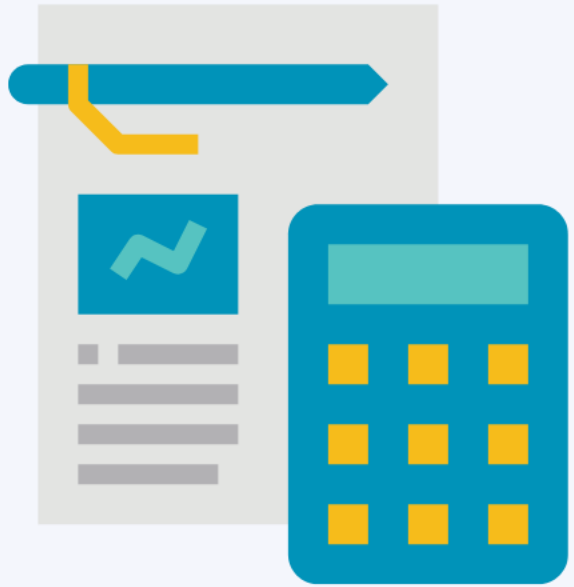

ব্যাংক হিসাব থাকার উপকারিতা

- টাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে
- যখন প্রয়োজন জমানো টাকা উত্তোলন করা যায়;
- হিসাবে জমা টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা পাওয়া যায়
- অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো জায়গায় টাকা পাঠানো যায়
- যেকোনো বিল পরিশোধ করা যায়
- সঞ্চয়ী হিসাব থেকে এক বা একাধিক মেয়াদি আমানত খোলা যায়
- মেয়াদি আমানত এর কিস্তি এর প্রিমিয়াম প্রদান করা যায়

ব্যাংক হিসাব/একাউন্ট খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়?

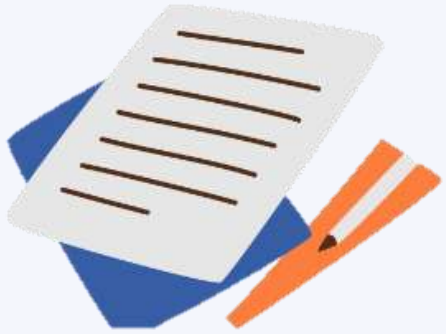

যে কোনো ব্যাংক হিসাব খুলতে কাগজপত্র প্রয়োজন হয়

আবেদনপত্র

আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

স্বাক্ষর

মনোনীত নমিনি এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি

নমিনির স্বাক্ষর

আবেদনকারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি

আবেদনকারীর টিন সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (যদি থাকে)

কী কী ধরণের হিসাব/একাউন্ট খোলা যায়?

- চলতি আমানত (কারেন্ট ডিপোজিট) হিসাব
- সঞ্চয়ী আমানত (সেভিংস ডিপোজিট) হিসাব
- মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) হিসাব

নমিনি

নমিনি হলেন হিসাবধারীর মনোনীত এমন এক/একাধিক ব্যক্তি যিনি/যারা হিসাবধারীর মৃত্যুর পর তার/তাদের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমানো আমানতের বৈধ দাবিদার।

হিসাবধারী একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন।

একাধিক নমিনির ক্ষেত্রে কে কত শতাংশের দাবিদার হবেন তা হিসাবধারী হিসাব খোলার ফরমে উল্লেখ করে দিবেন।

হিসাবধারী তার জীবদ্দশায় যে কোনো সময় নমিনি পরিবর্তন করতে পারবেন।

নাবালক কেও নমিনি করা যাবে।

কেওয়াইসি KYC কী

গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট ছকে নিজের তথ্যাদি পূরণ করে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কে জমা দিতে হয়। সেটাই কেওয়াইসি।

ডিজিটাল পদ্ধতি যেমন ই-কেওয়াইসি অনুসরণ করে বায়োমেট্রিক (হাতের আঙুলের ছাপ)/আইরিস (চোখের মাধ্যমে) পদ্ধতিতে গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

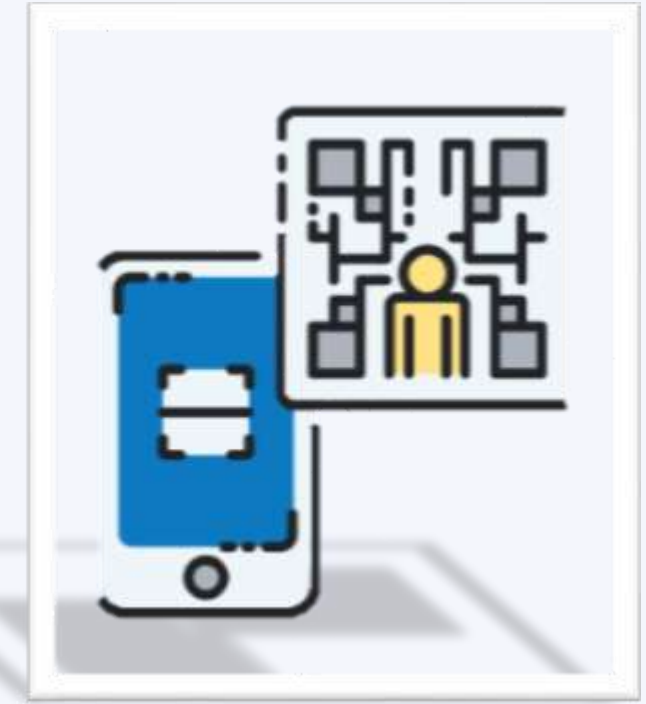

ব্যাংকে না গিয়েও কি ব্যাংক একাউন্ট খোলা যাবে?

ব্যাংক এ্যাপ

ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে খরচ হয় কি?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সঞ্চয়ী/চলতি/এসএনডি হিসাব খুলতে ও সচল রাখতে বাৎসরিক/অর্ধবার্ষিক হারে সার্ভিস চার্জ ও সরকারী ফি প্রদান করতে হয়

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ১০/৫০/১০০ টাকায় খোলা নো-ফ্রিল হিসাব সচল রাখতে কোনো সার্ভিস চার্জ বা ফি কাটা হয় না।

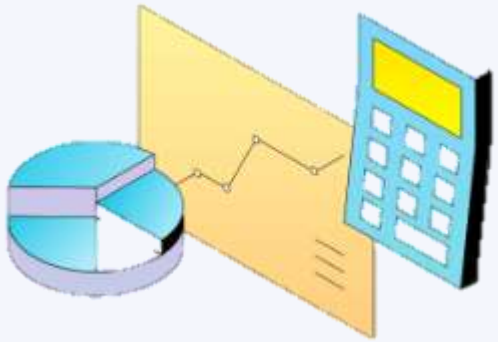

টাকা ব্যাংক হিসাব (নো-ফ্রিল হিসাব)

ব্যাংক উপশাখায় বা এজেন্ট ব্যাংকিং

১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব

কারা ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে?

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী

যে কোন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী

গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী

আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত অতি দরিদ্র বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও অতিক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তাগণ

নো-ফ্রিল হিসাব পরিচালনা করার উপায় কী?

ব্যাংকে হিসাব খুলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় চেক এর মাধ্যমে

অনলাইন ব্যাংকিং এছাড়া, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে

এটিএম কার্ড ব্যবহার

এজেন্ট ব্যাংকিং

নো-ফ্রিল হিসাব খুলে কী কী ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে?

এজেন্ট ব্যাংকিং

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে তারাই ব্যাংকের এজেন্ট । পূরণকৃত হিসাব খোলার ফর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকটবর্তী ব্যাংক শাখায় প্রেরণের মাধ্যমে গ্রাহকের হিসাব খুলে থাকে। এজেন্টগণ ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইনফরমেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন) নির্ভর বা সংক্ষেপে আইসিটি ভিত্তিক যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন।

এজেন্ট ব্যাংকিং এর সেবা সমূহ:

- টাকা জমা ও উত্তোলন
- রেমিটেন্স গ্রহণ
- বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ

ঋণ

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে শর্তসাপেক্ষে যে টাকা ধার করতে হয়, সেটাই সাধারণত ঋণ বলে।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কী কী ঋণ গ্রহণ করা যায়

কোথা থেকে ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ। এছাড়া, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতেও ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ।

অনুমোদিত

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ কিভাবে পাওয়া যায়?

সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে হলে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কাছে ঋণের উদ্দেশ্য জানিয়ে আবেদন করতে হবে। এই ঋণ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধ করতে হবে।

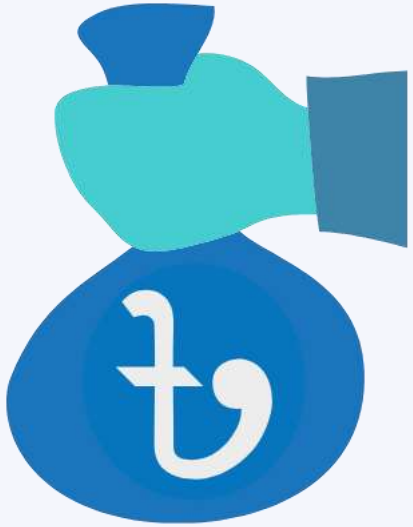

ঋণ নেওয়ার খরচ

ঋণ নেওয়া টাকার পরিমাণের উপর যে নির্দিষ্ট হারে সুদ/মুনাফা ধার্য করা হয় , সেটাই মূলত ঋণের খরচ। তবে ঋণের সুদ বা মুনাফা ছাড়াও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভেদে ক্ষেত্র বিশেষে আরও কিছু সার্ভিস চার্জ/ফি দিতে হয়।

বিনিয়োগ

লাভের আশায় সঞ্চয়ের টাকা কোথাও ব্যবহার করাকেই সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়।

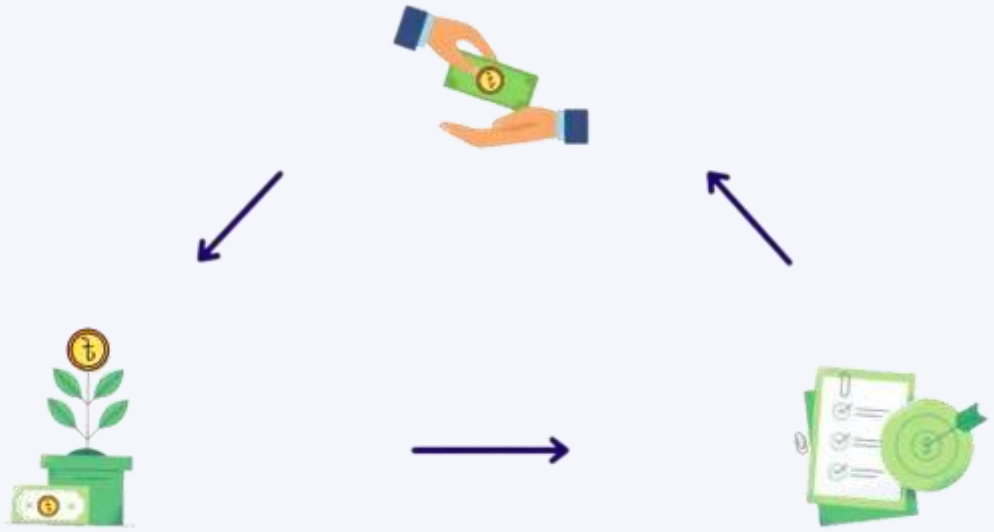

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী স্কিমে বিনিয়োগ করা কম ঝুঁকিপূর্ণ

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা

বিনিয়োগের ক্ষেত্র	ঝুঁকির মাত্রা
ব্যাংকে/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিট	কম
সরকারি সঞ্চয়পত্র/প্রাইজবন্ড	নাই
স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ: জমি ফ্ল্যাট	মাঝারী
শেয়ার বাজার	অধিক

রেমিটেন্স নিয়ে সচরাচর জিজ্ঞাসা

প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন?	অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদী জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।
বাংলাদেশে নিবাসীরা ফরেন কারেন্সি একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন কি?	বিদেশ ভ্রমণ শেষে আনা অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার শাখায় Resident Foreign Currency হিসাবে জমা করতে পারবেন।
বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?	প্রবাসী আয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমেও রেমিটেন্স করা যায়। প্রাপকের রেমিট্যান্স/চেক/ইত্যাদি শুধুমাত্র বাংলদেশে ব্যবসারত ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ
বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ কারা?	বাংলদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সপ্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক শাখা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার।
কোন যাত্রী বিদেশ থেকে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন?	বিদেশ থেকে আগত যাত্রী যে কোন পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন; তবে ১০,০০০ মার্কিন ডলারের বেশি হলে তা শুল্ক কতৃপক্ষের কাছে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।
বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাপকের নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক কি	না। তবে প্রাপকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ড্রাফট/এমটির অর্থ বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংকার মাধ্যমে সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

বৈদেশিক মুদ্রায় উত্তোলনযোগ্য অংকের সীমা

মার্কিন ডলারসহ যে কোন বৈদেশিক মুদ্রা

১ আন্তর্জাতিক কার্ড

২ ট্রাভেলার্স চেক

৩ ড্রাফট

(নোট ৫,০০০ মার্কিন ডলার আকারে)

প্রবাসীরা বাংলাদেশে কী কী ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ করতে পারেন?

১ ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ

২ ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ

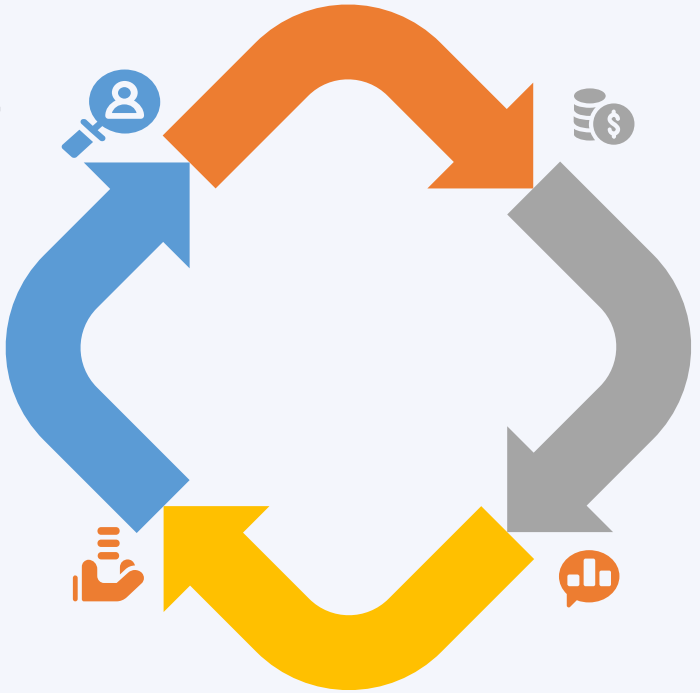

৩ (NITA) এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার/সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ

৪ Open End Mutual Fund এ বৈদেশিক পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ

৫ প্রিমিয়াম বন্ড ও মার্কিন ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ

কোন কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্যতার বিপরীতে আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহার করা যায়?

শিক্ষা

TOEFL,/SAT রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি, পরীক্ষা ফি

ভ্রমণ

বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটা

ব্যবসায়িক ভ্রমণ কোটা

দাপ্তরিক বা পেশাগত প্রয়োজনে ভ্রমণের জন্য

পেশাভিত্তিক

BASIS সদস্য আইটি/সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক রেমিটেন্স সুবিধা

নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি

অন্যান্য

রপ্তানিকারকদের রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি

হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে

-আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে, ব্যাংক থেকে কার্ডে ডলার এন্ডোর্স করে নিতে হবে।